হেঁটে যাচ্ছেন কবি
কুশলকুমার বাগচী

সারি সারি দাঁড়ানো চেনা শব্দ এবং অক্ষর
তর্জনী উঁচিয়ে ছুটে আসছে
মুঠোতে অভিমান ও ভালোবাসা
তাদের জড়িয়ে হাঁটছেন আপনি।
লৌকিক সন্ধ্যায় অলৌকিক রূপকথারা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তাদের কুড়িয়ে কুড়িয়ে
গাঁথছেন মজ্জায়, কবিতায়.
হাঁটছেন কবি...পতন এবং ধ্বংসের এই শহরে
আমি নতজানু, সরিয়েছি মুখোশ
হাতের তালু করেছি সোজা,
আঙুল ধরুন এই বাউন্ডুলের
নিয়ে চলুন ছক ও জ্যামিতিহীন
আপনার ক্লান্তিহীন ওই দীর্ঘ হাঁটাপথে
শিল্পের ছায়াপথে।

কবির ফুল
সুদীপ্ত জোয়ারদার

কবি এসে ফুল ছুঁড়তেই মূর্তিতে প্রাণ
না হলে, কুমোরপাড়াও আজকের নয়, গরুরগাড়িও সেকেলে
আর কবি দেখার বহুযুগ আগে থেকেই
বংশীবদন আর মদনকে কুমোরপাড়া থেকে
ভোর ভোর পান্তা খেয়ে বেরোতে হয় হাটের উদ্দেশে...
কিন্তু কবি এসে ফুল ছুঁড়তেই ফুলের পাপড়িরা ছড়াল ছবিতে
বংশীও বুড়ো হল না, মদনও হল না বড়
আর গরুরগাড়িটা যেমন চলছিল, তেমনই চলতে থাকল
ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে...

কবি এসে ফুল ছুড়তেই, এভাবেই কত
আসলের চেয়েও আসল এবং আপন
ক্ষণকালের বেড়ার ধারে চিরকালের শান্তিনিকেতন।